ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -২৬/০৯/২০১৭ ।।

সাংবাদিক হত্যা ঃ তদন্তে সিট পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ।। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক হত্যাকান্ডের তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও প্রয়াত সাংবাদিকের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ সংবাদ জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। উল্লেখ্য, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মান্দাইয়ে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য গত ২৪ সেপ্টেম্বর আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবি জানানো হয়েছিল।

এছাড়াও নিহত সাংবাদিকের পরিবারকে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক হত্যাকান্ডের তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল(সিট) গঠন এবং তার পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

চাকমাঘাটে নানা উন্নয়ন কাজ

খোয়াই, ২৬ সেপ্টেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের চাকমাঘাট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অর্থে নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে পঞ্চায়েত এলাকার স্থানীয় ভূমিহীন কলোনীতে জলাধার নির্মাণ সহ ৭৫ মিটার পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ২০ হাজার ২১১ টাকা। এর ফলে এলাকার ৯৪টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন। পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে ৯ হাজার ১২ টাকা ব্যয়ে ১টি মিনি ডীপ টিউবওয়েল এবং ৫নং ওয়ার্ডে ৮ হাজার ৪৫১ টাকা ব্যয়ে ১টি মিনি ডীপটিউবওয়েল সংস্কার করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের স্থানীয় মগবাড়ীতে ৪ হাজার ২৯৮ টাকা ব্যয়ে ১টি শ্মশান চুল্লী নির্মাণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

কুমারঘাটে অর্থকরী ফলের চাষ

কুমারঘাট, ২৬সেপ্টেম্বর ।। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে কুমারঘাট ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তাবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে মশাউলি ও পশ্চিম মশাউলি, পূর্ব রাতাছড়া, কাঞ্চনবাড়ী ও পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী এবং রতিয়া বাড়ী পঞ্চায়েতের ০.২৪ হেক্টর জমিতে পানের বরজ করা হয়। এতে প্রতিটি পান বরজে ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার টাকা করে। এছাড়া, ব্লকের গোকুলনগর, উজান দুধপুর, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী ও পশ্চিম মশাউলি পঞ্চায়েতের ৪ হেক্টর জমি নারিকেল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এতে প্রতি হেক্টরে ব্যয় হয়েছে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা করে। এদিকে, ব্লকের কৃষ্ণনগর, তরণীনগর ও উজান দুধপুর পঞ্চায়েতে এক হেক্টর করে ৩ হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ করা হয়। প্রতি হেক্টর তরমুজ চাষে ব্যয় হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশালগড়ে সব পাড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থা

বিশ্রামগঞ্জ, ২৬সেপ্টেম্বর ।। বিশালগড় মহকুমার সব পাড়াতেই পানীয় জলের পরিষেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। মহকুমার মোট পাড়ার সংখ্যা ১২৯৬ টি। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকার পাড়াগুলির মধ্যে ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে ১৭৯ টি, ছোট আকারের অগভীর নলকূপ রয়েছে ৬০৫ টি, লৌহ পরিস্রুত করণ প্রকল্প ১১৮টি, স্থায়ী জলের উৎস রয়েছে ৩০৪৭টি, পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে ১৬২৮ টি বাড়িতে এবং পাইপ লাইন পাতা হয়েছে ১২২১ কিলোমিটার। তাছাড়া, নগর এলাকায়, ৮টি গভীর নলকূপ, ২টি অগভীর নলকূপ, ৯টি লৌহ পরিস্রুতকরণ প্রকল্প, ৭টি ওভারহেড ট্যাংক, ১০০টি স্থায়ী জলের উৎস, ১০৪৬ টি হাইড্রেন্ট পয়েন্ট ও ২৭৬১ টি পারিবারিক পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। পানীয় জলের পাইপ লাইন পাতা হয়েছে ১১৩ কিলোমিটার। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গোমতী জেলা ভিত্তিক নাট্য উৎসবের সমাপ্তি

অমরপুর, ২৬সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি অমরপুর টাউনহলে গোমতী জেলা ভিত্তিক আন্ত:বিদ্যালয় নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস। নাট্য উৎসবে জেলার তিনটি মহকুমা থেকে নির্বাচিত তিনটি বিদ্যালয়ের নাট্য দল অংশ গ্রহণ করে। প্রথম স্থান অর্জন করে রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাটক দিনগঞ্জি, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে অমরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাটক রাহুমুক্তি এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে করবুকের বাঁশীচন্দ্র পাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের নাটক সিচামানি লামা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন তরুণ চক্রবর্তী, গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য তরুণ পাল, অমরপুরের মহকুমা শাসক অরুণ কুমার রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, অমরপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুমুদবন্ধু দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জে হজাগিরি নৃত্য ও লোক সঙ্গীতের কর্মশালা সমাপ্ত

বিশ্রামগঞ্জ, ২৬সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ মোটরষ্ট্যান্ডস্থিত মিলনায়তনে আয়োজিত হজাগিরি নৃত্য ও লোক সঙ্গীতের উপর দশদিন ব্যাপী সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা, সমাজসেবী প্রমিলা দেববর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬২জন শিল্পী হজাগিরি নৃত্য এবং লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাপতিত্ব করেন বিশ্রামগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর রঞ্জন দত্ত।

করবুকে ৩০জন মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ

করবুক, ২৬সেপ্টেম্বর ।। সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর করবুক মহকুমার উত্তর একছড়ি ভিলেজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। করবুক মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রিয়মণি দেববর্মা, বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ সহ বিশিষ্ট জনেরা। সম্প্রতি ৩০জন মহিলাকে টেইলারিং এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া, ঐদিন এই অনুষ্ঠানে এস .সি , এস-টি ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ঋণ আদায় শিবির এবং সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি এ সি-র চেয়ারম্যাণ তরেন্দ্র রিয়াং।

রাজীবনগর পঞ্চায়েতে রেগায় নানা কাজ

সাব্রুম, ২৬সেপ্টেম্বর ।। সাতচাঁদ ব্লকের উদ্যোগে গত অর্থবছরে রাজীবনগর পঞ্চায়েতে নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নে এমজিএন রেগায় ব্যয় হয়েছে ৪৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৫২৪ টাকা। শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২৫ হাজার ২৬৭টি। এর মধ্যে ৪২ জন কৃষকের অনাবাদী জমি চাষযোগ্য করে তোলা হয়। জল নিকাশি নালা করা হয়েছে ১২টি, রাস্তা সংস্কার করা হয় ২টি, মৎস্য চাষের জন্য ৬টি পরিবারকে পুকুর খনন এবং ২টি পরিবারের পুকুর সংস্কার করে দেওয়া হয়। ৮টি পরিবারকে নানা জাতের ফলের বাগান, ২টি পরিবারকে কেঁচো সার তৈরীর ব্যবস্থা এবং ৫৬টি পরিবারকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়।

অম্পিনগর ইংরেজী মাধ্যম স্কুল বাড়ির উদ্বোধন

অমরপুর,২৬সেপ্টেম্বর ।। অম্পি ব্লকের ছেঁচুয়া ভিলেজে সম্প্রতি অম্পিনগর মডেল ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ির দ্বারোদঘাটন করেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ড্যানিয়েল জমাতিয়া ও পরিমল দেবনাথ,এম ডি সি ভক্ত কলই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয়ের দ্বিতল পাকা বাড়িটিতে ১৫টি শ্রেণীকক্ষ,কম্পিউটার ল্যাব,গ্রন্থাগার প্রভৃতি মিলে ২৬টি ঘর রয়েছে।বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার এটি একটি বাস্তব চিত্র। এভাবে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যেই শিক্ষা পরিকাঠামো তৈরী করছে। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা,পানীয় জলের ব্যবস্থা,কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির সুস্থ বাতাবরণ অক্ষুন্ন রাখার জন্যও কাজ করছে। কিন্তু কিছু কিছু অশুভ শক্তি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর কাজ করছে।সর্বত্র ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে তিনি এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষার পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে নবীন প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ড্যানিয়েল জমাতিয়া ও পরিমল দেবনাথ। এম ডি সি ভক্ত কলই প্রমুখ।স্বাগত ভাষণে শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি পঞ্চপদ ত্রিপুরা জানান, এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে ৮৮ জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে।

জম্পুইজলায় মাছ চাষে সহায়তা

জম্পুইজলা,২৬সেপ্টেম্বর ।। জম্পুইজলা মৎস্য কার্যালয়ের উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে ব্লক এলাকার মাছ চাষীদের মাছ চাষে সহায়তা করা হয়।কর্মসূচি অনুযায়ী সুসংহত মাছ চাষ প্রকল্পে ৪ জন মাছ চাষীকে মাছের পোনা সহ মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়েছে।এছাড়া, ক্ষুদ্র জলাশয়ে মাছ চাষ প্রকল্পে ৪২ জন মাছ চাষীকে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা সহ মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সভা

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন ও উষা-জ্যোতি কল্যাণকামী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সভা গত ২১ সেপ্টেম্বর রাঙ্গাছড়া সংস্কৃতি সদন হলে অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনিকা দত্ত রায়,মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব অপর্ণা দে, রাঙ্গাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মিহির গুপ্ত সহ বিশিষ্ট জনেরা।ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনিকা দত্ত রায় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন,আমাদের সকলকে পণ প্রথার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে।পণ প্রথা থেকে রক্ষা পেতে হলে মেয়েদেরকে প্রথমে স্বরোজগারী হতে হবে।তিনি আরও বলেন, মেয়েদের ১৮ বছরের নীচে এবং ছেলেদের ২১ বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ,তার জন্য ১০ বছরের কারাদন্ড ও ১০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।কমিশনের সদস্য সচিব অপর্ণা দে বলেন,পণ দিয়ে মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে মেয়েটিকে উপযুক্ত শিক্ষিত করে তুলতে হবে,যাতে ভবিষ্যতে মেয়েটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।সংসারে কোন মেয়ে যদি স্বাবলম্বী ও স্বরোজগারী হয় তাহলে মেয়েটি নির্যাতনের শিকার হবে না।২০০৫ সাল থেকে নতুন আইনে পিতৃ সম্পত্তিতে ছেলে মেয়েদের সমান অধিকারের কথা তিনি উল্লেখ করেন।তিনি আরও বলেন,মহিলাদের কোন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে হলে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন পরিচালিত পূর্ণশক্তি কেন্দ্রে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।রাঙ্গাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মিহির গুপ্ত বলেন,মহিলাদেরকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে হবে।স্বাগত ভাষণ দেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পাদক প্রণব পাল।

শান্তনু হত্যা তদন্তে মুখ্যমন্ত্রীকে সিট গঠনের দাবি আগরতলা প্রেস ক্লাবের

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মান্দাইয়ে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তক্রমে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে । আজ সকালে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করেন । তাঁরা দাবি করেন, শান্তনু ভৌমিকের হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে তদন্তের ব্যবস্থা করতে এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুত বিচারের জন্য যেন রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির সদস্যদের কাছে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমন ঘটনা ঘটুক তা আমরা কখনোই চাই না । এই ঘটনার তদন্তের জন্য সিট গঠনের বিষয়ে তিনি প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করবেন বলে জানান ।

তিনি বলেন, শান্তনু ভৌমিকের পরিবারের পাশে আছে রাজ্য সরকার । পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় । আলোচনায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় বিশেষ জ্যাকেট প্রদানের প্রসঙ্গটিও উত্থাপিত হয় । মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে সঙ্গে সঙ্গেই এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন । গাড়িতে প্রেস স্টিকার ব্যবহারের প্রসঙ্গটিও আলোচনায় উত্থাপিত হয় । উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন । পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত, নিহত এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরণের ঘটনা কখনোই কাম্য নয় । এরপরও এমন ঘটনা ঘটলে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব সহায়তা দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

উদয়পুরে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর উদয়পুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবং উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পুর পরিষদের সদস্য বিনয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য । অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সম্ভবনাময় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উদয়পুর পুর পরিষদের সদস্য দেবাশীষ ধর চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানিক লাল চক্রবর্তী প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন গোমতী যাত্রী নিবাসের ম্যানেজার শুভ্রজ্যোতি দাশ । বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

পানিসাগরে ৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পানীয়জল পরিশোধন প্রকল্পের উদ্বোধন

পানিসাগর, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় গতকাল বিকেলে এক অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হল দৈনিক ৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পানিসাগর পানীয়জল পরিশোধন প্রকল্পের। পানীয়জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রী রতন ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, বিধায়ক সুবোধ দাস , পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক শরদিন্দু চৌধুরী, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার বি কে দেববর্মা প্রমুখ। এই প্রকল্প উদ্বোধনের ফলে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার ১১ টি ওয়ার্ডে পরিশোধিত পানীয়জল সরবরাহ করা যাবে। শুরুতে ৫টি ওয়ার্ডে এই সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। পরে পাইপ লাইন সম্প্রসারিত করে ১১টি ওয়ার্ডেই এই সুযোগ পৌছে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্বোধন করে পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, রাজ্যের সর্বত্র পানীয়জল সরবরাহের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার পানীয়জল পরিষেবা সর্বত্র পৌছে দিতে বদ্ধপরিকর। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পানীয়জল পৌছে দিতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিশেষ করে দামছড়া, খেদাছড়া, দশদা, জম্পুই হীল, গন্ডাছড়া ও লংতরাইভ্যালীতে পানীয়জল সরবরাহে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বজায় রাখতে শান্তি-সম্প্রীতি ও ঐক্যকে সুরক্ষিত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুবোধ দাস বলেন, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারিত হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস জলের অপচয় রোধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার বি. কে. দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধুতী দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানের মন্ত্রী শ্রী ভৌমিক সহ অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অথিথিগণ নবনির্মিত পানীয় জল পরিশোধন প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি প্রদান

খোয়াই, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানে মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মানব সম্পদ বিকাশে ব্যাপকভাবে শিক্ষার উন্নয়ন করছে। শিক্ষার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছেলে মেয়েদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তিনি শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান **জানান।** অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌরীদাস ও জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, মহকুমা শাসক জয়ন্ত দে প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা শাসক জয়ন্ত দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন সজল দেব। অনুষ্ঠানে মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ৩৩৭ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্য অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে মেধাবৃত্তি তুলে দেন। মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের ৪০০ টাকা, মেয়েদের ৫০০ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের ৫০০ টাকা, ছাত্রীদের ৬০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের ৬০০ টাকা, ছাত্রীদের ৭০০ টাকা, নবম শ্রেণীর ছাত্রদের ৭০০ টাকা, ছাত্রীদের ৮০০টাকা, দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ১৪০০ টাকা, ছাত্রীদের ১৫০০ টাকা, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের ১৪০০ টাকা এবং ছাত্রীদের ১৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।